লীলাশুক শ্রীল বিল্বমঙ্গল গোস্বামী

বিরচিতম্

বিল্বমঙ্গল-নাম

কোমকাব্যম্

সুসঙ্গ-দুর্গাপুরাভিধান-জনপদনিবাসী —

বাগচী উপনাম —

৺যোগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মকৃত —

বঙ্গভাষানুবাদ সমেতম্।

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র ঘোষেণ

প্রকাশ্যনীতম্

পুনঃ মুদ্রণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ-৫০১ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জয়ন্তী

বঙ্গাব্দ—১[illegible]

প্রকাশক—
শ্রীযাদবচন্দ্র ঘোষ
রাণীবাগান, পোঃ বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)

প্রাপ্তিস্থান—
১। মনোহর ভজন কুঠী
চাকলেশ্বর, পোঃ গোবর্দ্ধন
জেলা—মথুরা (ইউ-পি)
২। শ্রীযাদবচন্দ্র ঘোষ
রাণীবাগান, পোঃ বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)

মুদ্রণে—
বহরমপুর মুদ্রণ কর্মী সমবায় সমিতি লিঃ
৬৮, বনবিহারী সেন রোড
পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

গ্রন্থাস্বাদনের লৌলতাই মূল্য

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো—
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনং।
যশোদা-নন্দনং নৌমি কৃষ্ণং গোপাল-রূপিণং॥

নীলোৎপলদল-শ্যামং যশোদা-নন্দ-নন্দনং
গোপিকা-নয়নানন্দং গোপালং-প্রণমাম্যহং॥

নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ।।

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ
শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতিবর্ণকাঃ ।
মজ্জয়ন্তো জগৎপ্রেমণি বিজয়ন্তে তদাহ্বয়াঃ
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

॥ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দৌ জয়তঃ ॥

উৎসর্গ পত্র

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন তটস্থ মানসীগঙ্গা তীরে, ভজনরত ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীমৎ মনোহরদাস বাবাজী, গুরু মহারাজের প্রীত্যর্থে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার হেরামপুর গ্রামের (পঃ বঃ) ঘোষ ঠাকুর পরিবারে প্রাতঃ স্মরণীয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট পরম বৈষ্ণব শ্রীমৎ সুখময় ঘোষ; মদীয় জ্ঞানী, ভক্ত ও অতিথি সেবাপরায়ণ স্বর্গীয় পূজ্যপাদ পিতামহ শশীভূষণ ঘোষ এবং স্বর্গীয়া ভক্তিমতী মাতামহী রোহিনী দেবীর পবিত্রস্মৃতির উদ্দেশ্যে, তাঁহাদের এই দীন সেবক কর্ত্তৃক লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল গোস্বামী বিরচিত কৃষ্ণ লীলাময় "কোষকাব্যম্" গ্রন্থ মহারাজ শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের কৃপায় প্রকাশিত হইলেন।

সেই সঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পাদ মহাশয়ের এগারটি শ্লোকে বর্ণিত—

"শ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকালীয় স্মরণ মঙ্গল" লীলাও গ্রন্থ শেষে সংযুক্ত হইলেন।

শ্রীহরিভক্ত জনের শ্রীকর-কমলে সমর্পিত হইলেন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ জয়ন্তী
১৩৯৩ সাল

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব কৃপাকণাপ্রার্থী
দীন—যাদবচন্দ্র ঘোষ

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

বিজ্ঞপ্তিঃ।

জগদীশ্বরের অসীম অনুগ্রহে ভারতভূমি রত্নপ্রসবিনী। কবিবর বিল্বমঙ্গল ভারতমাতার অন্যতম সন্তানরত্ন, পণ্ডিতমণ্ডলীমণ্ডনায়মান কবিকুলচূড়ামণি শ্রীমৎ কৃষ্ণপাদারবিন্দমধুকর বিল্বমঙ্গলের জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেণ্বানদী-সমীপ—বর্ত্তিপ্রদেশ। উপস্থিত গ্রন্থ উক্ত কবিবরের বিজয়-বৈজয়ন্তী।

কবিবর বিল্বমঙ্গল জন্মান্তরীয় দুষ্কর্ম্মফলে কৃষ্ণবেণ্বানদীর অপর তটোপান্তবাসিনী অলৌকিক সৌন্দর্য্য—সঙ্গীতশালিনী চিন্তামণি নাম্নী বারবিলাসিনীর প্রণয়াসক্ত হন, একদা রজনীতে নভোমণ্ডল বারিদপটলাবৃত, বারিবর্ষণ হইতেছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে, এমন সময়ে কামাসক্তচিত্ত বিল্বমঙ্গল বারিবর্ষণ প্রভৃতি বহু বিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া চিন্তামণির গৃহাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন, নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন নৌকা নাই, কি করিবেন? উপায় না পাইয়া একটী মৃতদেহকে ভেলা মনে করিয়া তদাশ্রয়ে স্রোতস্বতীর পর পারে উপস্থিত হইলেন। চিন্তামণির ভবনদ্বারে গমন করিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, চিন্তামণি নিদ্রার বিমলক্রোড়ে শায়িতা, বিশেষতঃ মেঘের গভীর গর্জন হইতেছে, উপায় না দেখিয়া দ্বারোপরি লম্বমান একটি সর্পকে রজ্জু মনে করিয়া তদবলম্বনে ভবন মধ্যে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। পতনশব্দে চিন্তামণির নিদ্রাভঙ্গ হইল, বিল্বমঙ্গলকে দেখিতে

পাইয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়া বলি... ...য়! আশু সুখকর পরিণামবিরস কার্য্যে রত হইয়াছেন. এতাদৃশ অনুরাগ ...কি যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উৎপন্ন ... তাহা হইলে কি না ...। আমি কল্য হইতে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিব। এই বলিয়া চিন্তামণি সেই রাত্রি বিল্বমঙ্গলের শুশ্রূষা করিতে করিতে সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কীর্ত্তন করিয়া অতিবাহিত করিল। বিল্বমঙ্গলেরও সেই বৈরাগ্যপূর্ণবাক্য এবং সঙ্গীত শ্রবণে হৃদয়ে পূর্ব্বসিদ্ধ ভগবৎ-প্রেমাঙ্কুর ফুটিয়া উঠিল, রাধারমণকে নিজের প্রাণাপেক্ষা শতগুণে প্রিয়তম বোধ হইতে লাগিল, রজনী ত্যক্তনিদ্র হইয়া যাপন করিলেন। পর দিন প্রাতে চিন্তামণি বেশ্যাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন॥

এই স্থলে বিল্বমঙ্গলের অবস্থার বিষয় বৈষ্ণব কবির একটী পংক্তি উদ্ধৃত হইল। যথা—

"নিদ্রা নাহি হয় তার চিন্তিত অন্তর।
রাধাকৃষ্ণলীলা গীত শুনয়ে বিস্তর॥
সে লীলা শ্রবণমাত্রে মায়াবন্ধ গেল।
পূর্ব্বসিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর ভকতি জন্মিল॥
সেই রাধাকান্ত মোর কোটি কোটি প্রাণ।
তারে ছাড়ি কিবা বুদ্ধে করে অধিষ্ঠান॥
এত বিচারিতে মনে পোহাইল রাতি।
প্রাতে উঠি বেশ্যা পদে কৈল স্তুতিস্তুতি॥"

(যদুনন্দন ঠাকুর)

তৎপরে বিল্বমঙ্গল সোমগিরি নামক বৈষ্ণবরত্নের নিকটে আত্মাবস্থা নিবেদনকরায় সোমগিরি তাঁহাকে গোপালমন্ত্র প্রদান করেন। বিল্বমঙ্গল মন্ত্র গ্রহণানন্তর অনুরাগ ও কম্প প্রভৃতিতে আকুল হইয়াও গুরুসেবার্থ কিছুকাল সোমগিরির আশ্রমে বাস

করেন ও "কৃষ্ণলীলা বর্ণন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন. সোমগিরি তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্য ও ভক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে "লীলাশুক' আখ্যা প্রদান করেন"। এ স্থলে বৈষ্ণব কবি যদুনন্দনের মধুর ভারতী —

"যদ্যপিহ বৃন্দাবন যাইতে উৎকণ্ঠিত।
গুরুসেবা লাগি কত দিন রৈলা স্থিত॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণনাদি গ্রন্থ কত কৈলা।
তাহা দেখি গুরু লীলাশুক নাম থুইলা॥

তৎপরে নিজের অত্যন্ত উৎকণ্ঠার বিষয় গুরুদেবকে নিবেদন করিয়া তদনুমত্যনুসারে ভগবানের লীলানিকেতন বৃন্দাবনধামে গমন করিলেন, কতিপয় বৈষ্ণব সহগামী হইলেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিয়াই তিনি গভীরভাবসাগরে নিমগ্ন হন, তৎকালেই গ্রন্থের নির্মাণ। বিল্বমঙ্গল সর্ব্বদাই ভাবাবিষ্ট থাকিতেন, যখন যে ভাব আসিত, তাহাই শ্লোকে নিবদ্ধ করিতেন, এই জন্যই উপস্থিত গ্রন্থের শ্লোকরাজি পরস্পরা সম্বন্ধ ও গ্রন্থের আদিতে আচারসিদ্ধ মঙ্গলাচরণাদিও নাই, তিনি যে সকল শ্লোক দ্বারা ভগবৎলীলা বর্ণনা করিতেন, সঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ, সেই সকল শ্লোকাবলী সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করার জন্য ইহার অনুবাদ করিয়াছি, যথাসম্ভব মূলের ঐক্য রাখার চেষ্টা করিয়াছি। ভক্তবৃন্দের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিলে শ্রম সার্থক হইবে। এই গ্রন্থখানা পাবনা জেলান্তর্গত ভাঙ্গাবাড়ী নিবাসী সু-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গলোকপ্রয়াত ভুবনেশ্বর বিশারদ মহাশয়ের নিকেতনে প্রাপ্ত হইয়াছি। পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি যে, এই গ্রন্থের পরিশুদ্ধিবিষয়ে সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাজের সভাপণ্ডিত প্রখ্যাতকীর্ত্তি শ্রীযুক্তেশ্বর কৃপানাথতর্করত্ন মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ও সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত

কাব্যতীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদ—বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমার এবং ভক্ত বৈষ্ণববৃন্দের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ইতি—

বিদুষামনুচরস্য—

সুসঙ্গদুর্গাপুরবাস্তব্যস্য শ্রীযো[illegible]দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ

নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায়।

বিল্বমঙ্গল-নাম

কোষকাব্যম্।

যং বেদবেদবিদপি প্রিয়মিন্দিরায়া
যন্নাভি-নীরকুহ-গর্ভগৃহো ন ধাতা।
গোপাল-বাল ললনা বনমালিনন্তং
গোধূলী ধূষর-শরীরমরীরমংস্তাঃ ॥ ১ ॥

কনক-কমল-মালঃ কেশি কংসাদিকালঃ
সমরভুবি করালঃ প্রেমবাপী-মরালঃ

যে কমলা-বিলাসি-নারায়ণকে, বেদপারগ নারায়ণের নাভি-পদ্ম-নিবাসি-ব্রহ্মাও সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে সক্ষম নহেন, সেই গোধূলি ধূষর-শরীর-বনমালির সহিত গোপবালাগণ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। (অহো! গোপবালাগণের কি সৌভাগ্য!) ॥ ১ ॥

যিনি স্বর্ণ-কমল-মাল্য ধারী, কেশি-কংস প্রভৃতি দানব-বিনাশকারী, সমর-ভূমিতে অন্তক-সদৃশ, যিনি প্রেম-সরসীর রাজহংস,

অখিল-ভুবন-পালঃ পুণ্য-বল্লীপ্রবাল-
স্তব ভবতু বিভূত্যৈ নন্দ-গোপাল-বালঃ ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃত-বৃষ্ণিকুলাবতার
সংসার-বারণ-বিদারণ-সিংহ বিষ্ণো।
গোপী-জনোপহৃত-লোচন-পদ্মমাল-
গোপাল-পালয় কৃপালয়মামপায়াৎ ॥ ৩ ॥

যশ্চিন্তিতোঽপি বিনিহন্ত্যশুভানি পুংসাং
যো যোগিনামপি মনো-বিষয়াদপেতঃ
জ্ঞানাত্মনে সকল-বেদময়ায় তস্মৈ
নারায়ণায় ভববন্ধ-ভিদে নমস্তে ॥ ৪ ॥

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের (একমাত্র) পালক, পুণ্যরূপ-লতিকার নূতন পত্র, সেই নন্দগোপ-তনয় আপনার সম্পৎ বৃদ্ধি করুন ॥ ২ ॥

হে কৃষ্ণ! হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! হে সংসার-রূপ (মত্ত) হস্তি-বিনাশকারিন্! হে কেশরিন্! হে গোপীজনের নয়নাবলীরূপ কমল-মালাবিভূষিত! হে গোপাল! হে কৃপানিলয়! আমাকে বিপৎ হইতে নিস্তার করুন ॥ ৩ ॥

যাঁহাকে চিন্তা করিবামাত্র, যিনি সমস্ত অশুভ-বিনাশ করিয়া থাকেন, যিনি যোগিগণের মনেরও বিষয় নহেন, সেই চৈতন্য-স্বরূপ সকল-বেদময় ভব-বন্ধ-বিনাশকারি-নারায়ণকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

উপাসতাং ব্রহ্মবিদঃ পুরাণাঃ
সনাতনং ব্রহ্ম-নিবদ্ধচিত্তাঃ।
বয়ং যশোদাসুত বাল-কেলি-
কথা-সুধা-সিন্ধুসুমজ্জয়ামঃ ॥ ৫ ॥
যা শেখরে শ্রুতি গিরাং হৃদি যোগভাজাং
পাদাম্বুজেষু সুলভা ব্রজসুন্দরীণাং
সা কাপি সর্ব্ব-জগতামভিরামসীমা
ক্ষেমায় বো ভবতু গোপকিশোরমূর্ত্তিঃ ॥ ৬ ॥
যদ্‌গোপী-বদনেন্দু-ভিত্তিষু গতং কস্তুরিকা-বিভ্রমং
যল্লক্ষ্মীকুচসাতকুম্ভকলসে ব্যাকোষমিন্দীবরং

ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিবদ্ধচিত্ত প্রাচীন (নারদাদি ঋষিবৃন্দ) ব্রহ্মের উপাসনা করুন। (আমরা তাহাতে প্রস্তুত নহি) আমরা সেই যশোদা-নন্দনের বাল্যলীলা-কাহিনীরূপ সুধাসাগরে মগ্ন হইতে বাসনা করি ॥ ৫ ॥

যে মূর্ত্তি (একমাত্র) উপনিষৎ বাক্যগম্যা, যে মূর্ত্তি যোগিগণের হৃদয়ে (ই) বর্ত্তমানা, যে মূর্ত্তি ব্রজবিলাসিনীগণের পাদপদ্মে (ই) (অতি) সুলভা, যে মূর্ত্তি সমস্ত সৌন্দর্য্যের সীমা-স্বরূপা, সেই অনির্ব্বচনীয়া গোপাল-বালকমূর্ত্তি আপনাদিগের কুশলের নিমিত্ত হউক ॥ ৬ ॥

যাহা গোপীগণের বদনমণ্ডলে কস্তুরীশোভা ধারণ করিয়া থাকে, যাহা কমলার স্তনরূপ স্বর্ণকলসে বিকশিত নীলোৎপল, যাহা

যন্নির্বাণ-নিধান-সাধনবিধৌ সিদ্ধাঞ্জনং যোগিনাং
তদ্বঃ শ্যামলমাবিরস্তু হৃদয়ে কৃষ্ণাভিধেয়ং মহঃ ॥ ৭ ॥
গোপিকা-নয়ন-চাতকাবলী-
পারণোৎসব-পরম্পরার্পিকা।
কাপি দীপ্যতি-বিভূষণ-প্রভা-
চঞ্চলা জলদরাজিরঞ্জিকা ॥ ৮ ॥
উদূখলং বা যমিনাং মনো বা
ব্রজাঙ্গনানাং স্তনকুট্মলং বা।
মুরারিনাম্নঃ কলভস্য বিষ্ণো-
রালানমাসীৎ ত্রয়মেব লোকে ॥ ৯

যোগিগণের নির্বাণপদসাধনরূপ গুপ্তরত্নলাভবিষয়ে সিদ্ধাঞ্জন স্বরূপ, সেই শ্যামল শ্রীকৃষ্ণনামধেয় তেজঃ (জ্যোতিঃ) আপনাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হউক ॥ ৭ ॥

গোপিকাগণের নয়নাবলীরূপ (তৃষিত) চাতকমণ্ডলীর তৃষ্ণা-নিবারণকারিণী, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গরূপ মেঘমালার শোভাবর্দ্ধিনী, (ভগবান্-শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গভূষণরূপ অনির্ব্বচনীয় সৌদামিনী (ভক্ত-হৃদয়েই) প্রকাশমানা ॥ ৮ ॥

উদূখল, যোগিগণের মন অথবা ব্রজাঙ্গনাগণের স্তনমণ্ডল, এই তিনটিই বিষ্ণুরূপ মত্ত-হস্তির বন্ধনকীলক অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই তিনটি স্থান ব্যতীত কোথাও সুলভ নহেন ॥ ৯ ॥

যো লীলয়া গোকুল-গোপনায়
গোবর্দ্ধনং ভূধরমুদ্দধার।
স্বিন্নঃ সকম্পঃ স বভূব রাধা-
পয়োধর-ক্ষ্মাধর-দর্শনেন ॥ ১০ ॥

বিন্যস্য বেণুমধরে বিবরাংস্তদীয়ান্
ব্যগ্রাগ্রমঙ্গুলিভিরন্তরয়ন্ বিরম্য।
গায়ন্ কলং শিখি-শিখণ্ড কৃতাবতংসো
মধ্যে গবাং বিজয়তে বিচরন্ মুকুন্দঃ ॥ ১১ ॥

পরমিমমুপদেশমাদ্রিয়ধ্বং
নিগমবনেষু নিতান্তচারখিন্নাঃ।
বিচিনুত ভবনেষু বল্লবীনা-
মুপনিষদর্থমুদূখলে নিবদ্ধং ॥ ১২ ॥

যিনি ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনায়াসে গোবর্দ্ধন-গিরি ধারণ করিয়াছিলেন, (কি আশ্চর্য্যের বিষয়) তিনি (শ্রীমতী) রাধার স্তনরূপ পর্ব্বত দর্শন করিয়াই ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিতকলেবর হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

যিনি অধরে বেণুবিন্যাসপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে চঞ্চলাগ্র অঙ্গুলীদ্বারা তদীয় ছিদ্রসমূহ আচ্ছাদন করিয়া মনোহর বেণুবাদন করেন, যাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ শোভা পায়, ধেনুদিগের মধ্যে বিচরণকারী সেই মুকুন্দ সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে বর্ত্তমান আছেন ॥ ১১ ॥

হে শাস্ত্রারণ্যবিচরণ-খিন্নমনস্কা-পণ্ডিতমণ্ডলি! আপনারা এই সার উপদেশ গ্রহণ করুন, গোপরমণীগণের গৃহেই (ভগবানরূপ)

নীল-কণ্ঠ-নব-পিচ্ছ-শেখরং
নীল-মেঘ-ললিতাঙ্গ-বৈভবং ।
বালসম্বুজ-পলাশ-লোচনং
লোল-কুণ্ডলধরং ভজে মহঃ ॥ ১৩ ॥
নিরর্থকং তীর্থকদর্থনাভিঃ
ক্রিয়েত কায়ঃ কিমপায় পাত্রং ।
সুখং শয়ানঃ শরণে শরণ্যং
শ্রয়ে শ্রিয়ঃ কান্তমনন্তমন্তঃ ॥ ১৪ ॥
মন্থানমুজ্ঝমথিতুং দধি ন ক্ষমস্ত্বং
বালোঽসি বৎস বিরমেতি যশোদয়োক্তঃ ।

উপনিষদর্থ উদূখলে নিবদ্ধ আছে, আপনারা তথায় অনুসন্ধান করুন ॥ ১২ ॥

যাঁহার চূড়ায় ময়ূরের নবোদ্গত পুচ্ছ, নীল-মেঘের ন্যায় শরীরের মনোহর কান্তি, পদ্মপত্রের ন্যায় (বিশাল) নেত্র, সেই চঞ্চলকুণ্ডলবিশিষ্ট বালকরূপধারী (শ্রীকৃষ্ণরূপ) জ্যোতিঃ ভজনা করি ॥ ১৩ ॥

অনর্থক তীর্থপর্য্যটনদ্বারা লোকে কেন শরীর বিপদগ্রস্ত করে, সুখে গৃহে শয়ন করিয়া আমি সেই (জগৎ পালক) অনন্ত স্বরূপ শ্রীপতিকে অন্তরে আশ্রয় করিয়াছি অর্থাৎ মনে মনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিলেই সকল তীর্থপর্য্যটনের ফল লাভ হয় ॥ ১৪ ॥

"মন্থন-দণ্ড পরিত্যাগ কর, তুমি বালক, দধিমন্থন করিতে তোমার ক্ষমতা নাই" এইরূপ যশোদা-কর্তৃক উক্ত হইয়া যাঁহার

ক্ষীরাব্ধি-মন্থন-বিধিস্মৃতিজাত-হাসো।
বাঞ্ছাস্পদং দিশতু নো বসুদেবসূনুঃ ॥ ১৫ ॥
অখিল-ভুবনবন্দ্যোর্বৈরমিন্দোঃ সরোজৈ-
রনুচিতমিতি মত্বা যঃ স্বপাদারবিন্দং।
ঘটয়িতুমিব মায়ী যোজয়িত্বাননেন্দৌ
বটদলপুটশায়ী মঙ্গলং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ ১৬ ॥
স পাঞ্চজন্যঃ করপঙ্কজাভ্যাং
নিবেশিতঃ কৃষ্ণমুখারবিন্দে

দুগ্ধসমুদ্র-মন্থনের কথা মনে হওয়ায় হাস্যের উদয় হইয়াছিল, সেই যশোদা-তনয় শ্রীকৃষ্ণ আমাদের অভিলষিত বিষয় প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

"মার্কণ্ডেয়মুনি প্রলয়কালে যখন জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন এক স্থানে দেখিতে পাইলেন একটি শিশু বটপত্রের উপর শয়ন করিয়া বালস্বভাবপ্রযুক্ত পাদদ্বয় পুনঃ পুনঃ মুখে সংলগ্ন করিতেছে।" এই বিষয়টী মনে করিয়া কবি বলিতেছেন—যিনি সকল জীবের আনন্দ দায়ি-চন্দ্রের সহিত পদ্মের শত্রুতা অনুচিত, এই মনে করিয়াই নিজের বদনচন্দ্রে পাদপদ্ম সংযোগ করিয়াছিলেন, সেই বটপত্রশায়ী মায়াবী ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) আপনাদের মঙ্গলবিধান করুন ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্থিত পাঞ্চজন্য-শঙ্খের কিরূপ শোভা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কবি বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের করপঙ্কজ ও মুখপঙ্কজমধ্যে

ররাজ গোক্ষীর-মৃণালপাণ্ডুঃ
সরোজমধ্যস্থ ইবৈক-হংসঃ ॥ ১৭ ॥
ভজে মহঃ কামগবী-নবীন-
হৈয়ঙ্গবীনাশনবৃদ্ধ-কৃষ্ণং ।
উদূখলে শৃঙ্খলিতং রুদন্তং
কর্ম্মান্তরব্যগ্রধিয়া জনন্যা ॥ ১৮ ॥
শৈশবার্পিতধিয়া শনৈঃ শনৈ-
র্মাতুরঙ্কমভিবীক্ষ্য সাদরং ।
গচ্ছমানমরবিন্দলোচনং
জানুনা হৃদয় ! তং ভজানিশং ॥ ১৯ ॥

অবস্থিত গোদুগ্ধ ও মৃণালের ন্যায় শুভ্র, সেই পাঞ্চজন্য-শঙ্খ পদ্ম-সমূহের মধ্যস্থিত রাজহংসের ন্যায় শোভা ‍হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

যিনি কামধেনুর নবীন-নবনীতভোজনে নিতান্ত অভ্যস্ত, কার্য্যান্তরে ব্যস্ত জননী কর্তৃক উদূখলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া রোদন করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ নামক জ্যোতিকে ভজনা করি ॥ ১৮ ॥

যিনি বালবুদ্ধিবশতঃ আদরের সহিত মাতার অঙ্ক নিরীক্ষণ করিয়া জানুদ্বারা ধীরে ধীরে (অঙ্কারোহণের নিমিত্ত) গমন করিতেছেন, হে হৃদয় ! সেই পঙ্কজনেত্র (শ্রীকৃষ্ণকে) সর্ব্বদা ভজনা কর ॥ ১৯ ॥

মৃষেব ভাণ্ডানয়নার্পিতক্রিয়া-
চ্ছলেন লোলাগতয়ো নতভ্রুবঃ।
অতর্পিতাঃ কৃষ্ণমুখাবলোকনে
মুহুর্যশোদাসদনং সমাযযুঃ ॥ ২০ ॥

অহং পরং বেদ্মি ন বেত্তিমৎপরা
স্মরোৎসুকানামপি গোপসুভ্রুবাং।
অভূদহংপূর্ব্বিকয়া মহাকলি-
র্বলি-দ্বিষঃ কেশ-কলাপগুম্ফনে ॥ ২১ ॥

প্রাতঃ স্মরামি দধি-ঘোষ-বিধূতনেত্রং
নিদ্রাবসান-রমণীয়-মুখারবিন্দং।
হৃদ্যানবদ্যবপুষং নয়নাভিরাম
মুন্নিদ্র-পদ্মনয়নং নবনীতচৌরং ॥ ২২ ॥

চঞ্চলনয়না নতভ্রূ (গোপরমণীগণ) শ্রীকৃষ্ণমুখ-নিরীক্ষণে অতৃপ্ত হইয়া মিথ্যা ভাণ্ডানয়ন-কার্য্যের ছলে যশোদার গৃহে পুনঃ পুনঃ আগমন করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

আমি সকল (গোপিকাগণ) হইতে ভাল জানি, আমার অধিক আর কেহ জানে না (এইরূপ স্বীয় প্রশংসার কথা উল্লেখ করিয়া) বলিধ্বংসি (শ্রীকৃষ্ণের) কেশপাশ বিন্যাস-বিষয়ে কন্দর্পোৎকণ্ঠিত-গোপরমণীগণের মহাবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২১ ॥

দধিমন্থন (শব্দে) উন্নিদ্র-নয়ন, নিদ্রাভঙ্গ জন্য রমণীয় মুখকমল, অতিসুন্দর অনিন্দনীয় শরীর, নয়নসুখকর প্রফুল্ল পদ্মনেত্র, সেই ননীচোর (শ্রীকৃষ্ণকে) প্রত্যূষে স্মরণ করি ॥ ২২ ॥

অধরবিড়ম্বিত-বিদ্রুমং
মধুরবেণু নিনাদ-বিনোদিতং ।
অমলকোমলকান্তমুখাম্বুজং
কমপি গোপকুমারমুপাস্মহে ॥ ২৩ ॥
বৎস ! জাগৃহি প্রভাতমাগতং
কৃষ্ণ ! জীব শারদাং শতং শতং ।
ইত্যদীর্ঘ্যবচনং যশোদয়া
দৃশ্যমানবদনং ভজে মহঃ ॥ ২৪ ॥
অস্তু নিত্যমরবিন্দলোচনঃ
শ্রেয়সে মম সুরার্চ্চিতাকৃতিঃ ।
যস্য পাদসরসীরুহামৃতং
সেব্যতে ভ্রমরবন্মুনীশ্বরৈঃ ॥ ২৫ ॥

যিনি অধরশোভায় প্রবালকে (ও) পরাজিত করিয়াছেন, সুমধুর-বংশীধ্বনিতে (সর্ব্বদা) আনন্দিত, যাঁহার মুখকমল (অতি) নির্ম্মল, কোমল ও মনোজ্ঞ, সেই অনির্ব্বচনীয় গোপকুমারকে (আমরা) উপাসনা করি ॥ ২৩ ॥

হে বৎস ! জাগ্রত হও, প্রভাত হইয়াছে, হে কৃষ্ণ ! দীর্ঘজীবী হও, এইরূপ বলিয়া যশোদা-কর্ত্তৃক অবলোকিতবদন (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজনা করি ॥ ২৪ ॥

যাঁহার পাদপদ্মের মকরন্দ (প্রত্যাশায়) মহামুনিগণ ভ্রমরের ন্যায় সেবা করিয়া থাকেন, সেই পদ্মলোচন, সুরগণ-কর্ত্তৃক পূজিত বিগ্রহধারী (শ্রীকৃষ্ণ) সর্ব্বদা আমার মঙ্গলের নিমিত্ত হউন ॥ ২৫ ॥

অরুণাধরামৃতবিশেষিতস্মিতং
বরুণালয়ানুগতবর্ণ বৈভবং।
তরুণারবিন্দ-দলদীর্ঘলোচনং
করুণাময়ং কিমপি ধাম চিন্তয়ে ॥ ২৬ ॥
কন্দর্পপ্রতিমেন্দুকান্তিবিভবং কাদম্বিনীবান্ধবং
বৃন্দারণ্য-বিলাসিনীব্যবসিতাবেশেন ভূষাময়ং।
মন্দস্মেরমুখাম্বুজং মধুরিমব্যামৃষ্টনেত্রোৎসবং
বন্দে কন্দলিতার্দ্রযৌবনভরং কৈশোরকং শার্ঙ্গিণঃ ॥ ২৭ ॥
বর্হাপীড়মনোহরাণি মধুরস্মেরাননেন্দূন্যহো
গর্হাকোটি-নিবেশিতাম্বুধি-মহাগর্ভানি গাত্রশ্রিয়া।

কবি শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর অবস্থার রমণীয়তা অসামান্যভাবে র্ণনা করিতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণের যৌবনাগ্রবর্ত্তি কিশোর অবস্থাকে বন্দনা করি, (যে স্থায় ভগবানের রূপ) কন্দর্প-সদৃশ, কান্তি চন্দ্রতুল্য, বর্ণ মেঘমালার য়, (যে অবস্থা) ব্রজাঙ্গনাগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হওয়ায় অধিকতর নীয়া, মৃদুহাস্যে মুখপদ্ম অতিশয় মাধুর্য্যযুক্ত, এবং নয়নানন্দ- ॥ ২৬ ॥

যিনি অরুণবর্ণ অধরের (অমৃততুল্য) রসদ্বারা মনোহর হাস্যযুক্ত, সমুদ্রের ন্যায় (নীল) বর্ণ, নবীন-পঙ্কজপত্রের ন্যায় -নয়নযুক্ত, সেই করুণাময় অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিকে চিন্তা ॥ ২৭ ॥

যে শান্ত ভগবজ্জ্যোতিঃ ময়ূরপুচ্ছরূপ শিরোভূষণে মনোহর, যাতে বদনচন্দ্র প্রকাশমান, শরীরের যে নীলজ্যোতিতে মহাসমুদ্রের

অর্হাণি ব্রজসুন্দরী-স্তনভুবামার্দ্রাণি তেজাংসি মে
দুর্বারাণি দুরাসদানি চ কথং ধুন্বন্তি ধৈর্য্যং দৃশোঃ ॥ ২৮ ॥
এষু প্রবাহেষু নিরর্গলেষু
ক্ষণোঽপি গণ্যঃ পুরুষায়ুষেষু।
অসাদ্যতে যত্র কয়াপি বৃত্ত্যা
নীলস্য বালস্য নিজং চরিত্রং ॥ ২৯ ॥
পাণৌ বেণুঃ প্রকৃতিসুকুমারাকৃতৌ বাল্য-লক্ষ্মীঃ
পার্শ্বে বালা প্রণয়কুপিতা লোকতে কাপি বালা।
মৌলৌ বর্হং মধুরবদনাম্ভোরুহে মৌনমুদ্রা
ইত্যাকারং কিমপি কিতবং জ্যোতিরালোকয়ে নু ॥ ৩০ ॥

বর্ণও লজ্জিত, যে জ্যোতিঃ ব্রজাঙ্গনাগণের স্তনভূমির (এক... যোগ্য, সেই অনিবার্য্য এবং দুরাপ জ্যোতিঃ আমার দৃষ্টির... কেন লোপ করিতেছে ॥ ২৮ ॥

যে কোনও মুহূর্ত্ত সময়ে সেই নবীন-বালক (শ্রীকৃষ্ণের)... কোন বৃত্তিদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া ...র, সুদীর্ঘজীবিত কালের মধ্যে... মুহূর্ত্তটুকুই শ্রেষ্ঠ ॥ ২৯ ॥

অহো! যাঁহার হস্তে বেণু, স্বভাবতঃ সুকুমার আ... বাল্যশোভা, সমীপে প্রণয়কলহে ক্রুদ্ধা (গোপ) কন্যা, (কোন... (সপ্রণয়) অবলোকন করিতেছে, (যাঁহার) চূড়ায় ম... সুমধুর বদনপদ্ম (প্রণয়াবেশে) বাক্‌স্ফূর্ত্তিশূন্য সেই মনোহর... অনির্ব্বচনীয় (প্রণয়) কিতব জ্যোতিঃ অবলোকন করি ॥ ৩০

বাপায় নীলবপুষে তনুকিঙ্কিণীক-
ধ্বানাভিরামজঘনায় দিগম্বরায়।
শার্দূল-দিব্য নখভূষণভূষিতায়
নন্দাত্মজায় নবনীত-মুষে নমোঽস্তু ॥ ৩১ ॥
আতাম্র-পাণিকমলপ্রণয়ি-প্রতোদ-
মালোলহারমণিকুণ্ডল-হেম-সূত্রং।
আবিভ্রদম্বুকণমম্বুদ-নীলমব্যা-
দাদ্যং ধনঞ্জয় রথাভরণং মহো নঃ ॥ ৩২ ॥
গোধূলি ধূষরিত-ভাস্বর-কুন্তলাগ্রং
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ-কেলি-কৃত-প্রয়াসং।
গোপী-স্তন-স্তবক-কুঙ্কুম-পিঙ্গলাঙ্গং
গোবিন্দমিন্দুবদনং ভজ সাধু চেতঃ ॥ ৩৩ ॥

সেই নীলতনু বালক, যাঁহার ক্ষুদ্র কিঙ্কিণীশব্দে জঘনদেশ মনোহর, যিনি দিগম্বর, যাঁহার (বক্ষঃদেশে ধ্রুলাভূষণ) ব্যাঘ্রনখ শোভা পায়, সেই নন্দকুমার নবনীত-চোরকে নমস্কার ॥ ৩১ ॥

যাঁহার ঈষদ্ রক্তিম পাণিপঙ্কজে দণ্ড (চাবুক), (বক্ষোদেশে) দোদুল্যমান হার, (কর্ণে) মণিকুণ্ড, (গলদেশে) স্বর্ণসূত্র, (সর্বাঙ্গে) ঘর্ম্মবিন্দুপরিশোভিত এবং যিনি জলধির ন্যায় নীলবর্ণ, সেই অর্জ্জুনের রথের ভূষণ (সারথি) রূপ আদ্য জ্যোতিঃ (তোমাদিগকে) রক্ষা করুন ॥ ৩২ ॥

ধেনুগণের পাদবিক্ষেপোত্থিতধূলিদ্বারা যাঁহার কুটিল-কুন্তলের অগ্রভাগ ধূষরিত, যিনি গোবর্দ্ধন-ধারণরূপ ক্রীড়ায় প্রয়াসী, গোপাঙ্গনাগণের স্তন-কুঙ্কুমদ্বারা যাঁহার শরীর পিঙ্গলবর্ণ, হে হৃদয়! সেই সুধাংশুবদন গোবিন্দকে উত্তমরূপে ভজনা কর ॥ ৩৩ ॥

পরিতস্তুষি পারিজাতমূলে
মোহিত-নৈচিকীহৃদয়ে।
ঘনরোচিষি রোচতাং মনো মে
বনমালাবতি বল্লবীসহায়ে ॥ ৩৪ ॥

কর্ণাবলম্বিত-কদম্বমঞ্জরী-
কেশরারুণ-কপোলমণ্ডলং।
নির্ম্মলং নিগমরাগগোচরং
নীলমণিমবলোকয়ামহে ॥ ৩৫ ॥

সম্বাধে সুরভীণাং
মায়াময়মনু যান্তং।
লম্বালকমবলম্বে
তং বালং তনুবিলগ্নকর্দ্দমালং ॥ ৩৬ ॥

যিনি পারিজাত (দেববৃক্ষবিশেষ) তরুর মূলে এবং মুগ্ধ সুরভীগণের হৃদয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই নীরদকান্তি বনমালী গোপিকা-শরণের প্রতি আমার মন অনুরক্ত হউক ॥ ৩৪ ॥

যাঁহার গণ্ডদেশ কর্ণস্থিত (কেলি) কদম্বমঞ্জরীর কেশরদ্বারা রক্তিম, যিনি অধ্যাত্ম শাস্ত্রানুরাগ-জ্ঞেয় সেই নির্ম্মল নীলমণিকে আমরা অবলোকন করি ॥ ৩৫ ॥

লম্বিত-অলকধারী, কর্দ্দমাবৃত-গাত্র, সেই বালককে (শ্রীকৃষ্ণকে) অবলম্বন করিয়াছি, যিনি মায়াময় এবং যিনি ধেনুগণের অনুগমন করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

সন্তু সহস্রবিপদঃ সন্তত-
মেতাঃ সমন্ততস্তাঃ স্তাঃ।
অলমমনন্তং সুচিরং
চিন্তয় চিন্তামণিং চেতঃ ॥ ৩৭ ॥
পর্য্যাকুলেন নয়নান্তবিজৃম্ভিতেন
কম্রেণ কোমলতরস্মিতবিভ্রমেণ।
মন্দ্রেণ মঞ্জুলতরেণ চ জল্পিতেন
নন্দস্য হন্ত তনয়ো হৃদয়ং পুনাতু ॥ ৩৮ ॥
লীলালোলকটাক্ষনির্ভরপরিষ্বঙ্গপ্রসঙ্গাধিক-
প্রীতে রীতি-বিভঙ্গভঙ্গিবিলসদ্বেণুপ্রণাদামৃতে।
রাধা-লোচনলালিতস্য ললিতাস্মেরে মুরারের্মদা-
মাধুর্য্যৈক-রসে মুখেন্দুকমলে মগ্নং মদীয়ং মনঃ ॥ ৩৯ ॥

রে চিত্ত! তোমার চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা সহস্র বিপৎ থাকুক, (সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিও না) সেই অনন্ত (ভগবান্) চিন্তামণিকে সর্ব্বদা চিন্তা কর ॥ ৩৭ ॥

সেই নন্দকুমার (শ্রীকৃষ্ণ) ত্রস্ত-কটাক্ষবিক্ষেপদ্বারা, কমনীয়-কোমল-মৃদু-হাস্য-বিকাশদ্বারা, গম্ভীর মনোজ্ঞ-বাক্য-বিন্যাসদ্বারা (আমার) হৃদয় পবিত্র করুন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীমতী-রাধিকার নয়নলালিত শ্রীকৃষ্ণের যে বদন, চঞ্চল কটাক্ষপ্রসঙ্গে অধিক প্রীত, অঙ্গভঙ্গি-সহিত বেণুশব্দদ্বারা শোভিত, সুন্দর হাস্যযুক্ত এবং মধুরিমময়, সেই চন্দ্র ও পদ্মের (একাধারে) উপমা-ভাজন বদনে আমার মন মগ্ন হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

অম্লানং যদ্বদনকমলং দিব্যদিব্যাভিরম্যং
নৈবাদ্রাক্ষীন্নয়নযুগলং মন্দভাগ্যং মদীয়ং
আবদ্ধোঽয়ং প্রণয়রসিকৈরঞ্জলির্মে বিকল্পৈ-
শ্চেতস্তাবস্তুবত্ত চপলং জন্মজন্মান্তরেষু ॥ ৪০ ॥
ঘোষযোষিদনুগীতবৈভবং
কোমলস্ফুরিত-বেণুনিস্বনং ।
সারভূতমভিরামসম্পদাং
ধাম তামরসলোচনং ভজে ॥ ৪১ ॥
উদারমৃদুল-স্মিতব্যতিকরাভিরামাননং
মুদামুহুরুদীর্ণয়া মুনিমনোঽম্বুজা স্রেড়িতম্ ।
মদালস-বিলোচনং ব্রজবধূসমাস্বাদিতম্
কদানু কমলেক্ষণং কমপি বালমালোকয়ে ॥ ৪২

যাঁহার চিরপ্রফুল্ল অতিশয় রমণীয় মুখপঙ্কজ আমার হত ভাগ্য নয়নদ্বয় কখনও দর্শন করে নাই, তজ্জন্য আমার (ভগবৎসখ্যাভিলাষিণী) বাসনা বদ্ধাঞ্জলি (ভাবে প্রার্থনা করিতেছে), রে চিত্ত! জন্মজন্মান্তরেও সেই মুখপঙ্কজ-দর্শনে উৎকণ্ঠিত হও ॥ ৪০ ॥

গোপরমণীগণ যাঁহার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করেন, যাঁহার বেণুস্বর অতিমধুর, যিনি সৌন্দর্য্য সম্পত্তির সার, সেই পঙ্কজ-নয়ন (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজনা করি ॥ ৪১ ॥

উদার-কোমল মৃদুহাস্য-বিমিশ্রণে রমণীয়-বদন, অতিশয় আনন্দের সহিত পুনঃ পুনঃ মুনিগণের মানসপঙ্কজদ্বারা বিচিন্তিত, মদালসনয়ন ব্রজাঙ্গনাগণ-কর্ত্তৃক সমাস্বাদিত, সেই কমলেক্ষণ অনির্ব্বচনীয় বালক (শ্রীকৃষ্ণকে) কবে দর্শন করিব ॥ ৪২ ॥

রাধারাধিতবিভ্রমাদ্ভুতরসং লালিত্যরত্নাকরম্
সাধারণ্য-পদব্যতীত-সহজস্মেরাননাম্ভোরুহম্।
আলম্বে কিল নীলরত্নগুরুতা-সর্ব্বস্ব-নিবাসনম্
বালং বৈণবিকেষু মুগ্ধমধুরং মূর্দ্ধাভিষিক্তং মহঃ ॥ ৪৩ ॥

মন্দস্মিত-স্নপিত-মুগ্ধমুখারবিন্দে
মন্দানিলা-কুলিত-কোমল-কাকপক্ষে।
গোপাল-গোপবনিতাজন-কর্ণপূরে
গোপাল-বাল-তিলকে রমতাং মনো মে ॥ ৪৪ ॥

বৃন্দাবনে বৃক্ষ লতালিসঙ্কুলে
মন্দানিলোদ্বীজন-শীতশীতলে।
রন্ধ্রাণি বেণোঃ পরিপূরয়ণস্বনৈ-
র্মুহুর্মুহুরত্যেব ব্রজৌকষাং মনঃ ॥ ৪৫ ॥

(শ্রীমতী) রাধিকা-কর্তৃক আরাধিত, সৌকুমার্য্যরূপ রত্নের আকর, অসাধারণ, সহজমন্দহাস্যযুক্ত-বদনপঙ্কজবিশিষ্ট, মরকতপ্রভা হইতেও (যাঁহার) সুন্দর দেহকান্তি, বেণুবাদনকারী অতিসুন্দর ক্ষত্রিয়-বালক (শ্রীকৃষ্ণকে) অবলম্বন করিয়াছি ॥ ৪৩ ॥

ঈষদ্ধাস্য (রূপ সলিল) দ্বারা স্নপিত মনোহর মুখপঙ্কজ, মৃদু বায়ুদ্বারা চঞ্চল কাকপক্ষ (জুল্পি) বিশিষ্ট, ধেনু, গোপ ও গোপবধূগণের ভূষণ-স্বরূপ সেই শ্রেষ্ঠ গোপবালকের প্রতি আমার মন রত হউক॥ ৪৪ ॥

(শ্রীকৃষ্ণ) ধীর বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত, বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ

বর্হেণাঙ্কিতমূর্দ্ধজো গজপতির্ভিন্নাঞ্জন-শ্যামলো
বেণুং লোলকরাঙ্গুলীভিরনিশং বিন্যস্য বক্ত্রাম্বুজে।
গায়ন্ গানরসেন গাঃ প্রমুদিতা বৃন্দাবনে চারয়ন্
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ ॥ ৪৬ ॥
লক্ষ্মীকান্তমনন্তকান্তিবিভবং ত্রৈলোক্যচিন্তামণিম্
গোপং গোপতনূজ-গোপনরতং গোপাঙ্গনাগোপিতম্।
আলীঢ়াধরবেণুমুদ্রিতমুখং স্মেরস্মরস্মারকম্
বালং বালতমাল-নীলমমলং গোপালমালোকয়ে ॥ ৪৭ ॥

বৃন্দাবনে বংশীবাদন করিয়া ব্রজবাসিগণের মন অতিশয়ভাবে হরণ করেন। ৪৫ ॥

ময়ূরপুচ্ছদ্বারা শোভিত কেশ, নবনারীকুঞ্জরবিহারী, ঘৃষ্ট-অঞ্জনের ন্যায় শ্যামবর্ণ, চঞ্চল-করাঙ্গুলীদ্বারা বেণু বদনসরোজে সংস্থাপনপূর্ব্বক (যিনি) গান করেন এবং সেই গীতশব্দে হৃষ্ট ধেনুগণকে বৃন্দাবনে চারণ করেন, সেই গোপবধূবেষ্টিত, গোপগণের চূড়ামণি-স্বরূপ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে বর্ত্তমান আছেন ॥ ৪৬ ॥

লক্ষ্মীবল্লভ, অসাধারণকান্তিসম্পন্ন, ত্রিলোকারাধ্য, ধেণুগণের এবং গোপকুমারগণের রক্ষক, গোপিকাগণের রক্ষাকর্ত্তা, বেণুযুক্ত বদনবিশিষ্ট, মন্দহাস্যে যিনি কন্দর্পকে জাগ্রত করেন, যিনি নবীন-তমালের ন্যায় নীলবর্ণ ও নির্ম্মল, সেই গোপাল-বালককে অবলোকন করি ॥ ৪৭ ।

আয়তে সুবিপুলে পরিলোলে
কোমলে বিসৃতারুণলেখে।
অরবিন্দ-পলাশদলাভলোচনে
মুররিপোরুরুচাতে ॥ ৪৮ ॥
পদ্মমস্তু ভবতাং বিভূতয়ে
সূতিকাভবনমাদিবেধসঃ।
শ্যামলা ভুজগ-ভোগশায়িনী
দেবতা ভবতি যস্য দীর্ঘিকা ॥ ৪৯ ॥
মনসি মম সন্নিধত্তাম্
মধুরস্মিতমন্থরাপাঙ্গী।
করকলিত-ললিতবংশা
কাপি কিশোরী কৃপালহরী ॥ ৫০ ॥

দীর্ঘ, বিস্তৃত, চঞ্চল, কোমল, রক্তিমবর্ণ, শীতল, মুররিপুর (শ্রীকৃষ্ণের) পদ্মপত্রের ন্যায় লোচনদ্বয় প্রকাশ পাইতেছিল ॥ ৪৮ ॥

শ্যামবর্ণা, অনন্তশয্যাশায়ি-দেবতা (নারায়ণ) যাহার (পদ্মের) বৃহৎ পুষ্করিণীরূপে বর্ত্তমান আছেন, সেই আদি স্রষ্টার (ব্রহ্মার) সূতিকাগৃহ (জন্মভবন) রূপ পদ্ম আপনাদিগের সম্পদের নিমিত্ত হউক ॥ ৪৯ ॥

যিনি মনোহর হাস্য ও স্থির-কটাক্ষযুক্তা, যিনি (স্বীয়) হস্তে সুন্দর বংশী গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অনির্ব্বচনীয়া করুণাময়ী কিশোরী (শ্রীরাধিকা) আমার হৃদয়-সন্নিহিতা হউন ॥ ৫০ ॥

শ্যামলং বিপিন-কেলি-লম্পটং
কোমলং কমলপত্র-লোচনং।
দোহদং ব্রজবিলাসিনীদৃশাং
শীতলং মনসি জৃম্ভতাং মহঃ॥ ৫১॥
স্মিতস্তবকিতাধরং শিশির বেণুনাদামৃতং
মুহুস্তরললোচনামদকটাক্ষমালাকুলং।
উরস্থলবিলীনয়া কমলমালয়া সমালিঙ্গিতং
ভুবস্তলমুপাগতং ভুবনদৈবতং পাতু নঃ॥ ৫২॥
নয়নাম্বুজে ভজত কামদুম্বং
হৃদয়াম্বুজে কিমপি কারুণিকং।
চরণাম্বুজে কিমপি কুলধনং যমিনাং
বদনাম্বুজে ব্রজবধূবিভবং॥ ৫৩॥

যিনি শ্যামবর্ণ, বিপিনবিহারে অতিশয় চতুর, পদ্ম-পলাশলোচন এবং ব্রজাঙ্গনাগণের নয়ন-দোহ (উৎসব), সেই শীতল-কোমল জ্যোতিঃ আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউক॥ ৫১॥

যাঁহার মৃদুহাস্তে অধর পরিশোভিত, স্নিগ্ধ-বেণুস্বররূপামৃতযুক্ত, চঞ্চললোচনা (ব্রজাঙ্গনাগণের) কটাক্ষশ্রেণীরূপ মালিকায় অতিশয় রমণীয়, যিনি বক্ষঃস্থললগ্না-পঙ্কজমালিকা-কর্তৃক আলিঙ্গিত, সেই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ, ত্রিভুবন-দেবতা (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ৫২॥

যাঁহার নয়নসরোজ (ভক্তগণের) সমুদায় কামনা প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার হৃদয় অসাধারণ করুণার (একমাত্র) আধার, যাঁহার পাদপদ্ম যোগিগণের কুলধন অর্থাৎ যোগিগণ ভগবানের

গোপীনামভিমতসঙ্গগীতহর্ষা-
দাপীনস্তনভরনির্ভরেণ গূঢ়ং।
কেলীনামতুলরসৈরুপাস্যমানং
কালিন্দীপুলিনচরং মহো নঃ ॥ ৫৪ ॥
এণশ্যামবিলোচনাভিরলসশ্রোণীভিরাপ্রৌঢ়িভিঃ
প্রেমাবদ্ধরসক্রমাভিরভিতঃ প্রেমাকুলাভির্বৃতঃ।
গোপীঃ প্রেম বিবর্দ্ধয়ন্ রতিপতেস্তূণীশয়ৈঃ সায়কৈ
স্বর্ণালীমপি লালয়ন্ ব্রজপদক্ষৌণীপতিঃ পাতু নঃ ॥ ৫৫ ॥

পাদপদ্ম পুরুষানুগত-সম্পত্তির ন্যায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহার বদনসরোজ ব্রজাঙ্গনাগণের সম্পত্তি (সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর) ॥ ৫৩ ॥

যিনি গোপিকাগণের অভিমত-সঙ্গতি ও গীতিকাদ্বারা হর্ষযুক্ত হইয়া তাহাদের স্থূল (উন্নত) স্তনভরে গাঢ় (ভাবে) আলিঙ্গিত, যিনি অতুলনীয় ক্রীড়ারস (শৃঙ্গার-রস) দ্বারা সেবিত সেই যমুনাতট-বিহারি জ্যোতিঃ (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ॥ ৫৪ ॥

যিনি মৃগনয়না, শ্রোণিভারে অলসগমনা, প্রেমপূর্ণমানসা ব্রজযুবতিগণ-কর্তৃক শ্রেণিবদ্ধভাবে পরিবৃত, যিনি রতিপতিকন্দর্পের তূণস্থিত বাণদ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণের প্রীতি বিবর্দ্ধন করিতেছেন এবং ধেনু-বৎসগণকে লালন করিতেছেন, সেই বৃন্দাবন-ভূপতি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৫৫ ॥

অস্তু স্বস্ত্যয়নং সমস্ত-জগতামভ্যস্ত-লক্ষ্মীস্তনং
বস্তু ধ্বস্তরজস্তমোভিরনিশং ন্যস্তং পুরস্তাদিতি।
হস্তোদস্তগিরীন্দ্রমস্তকতরুপ্রস্তারনিস্তাড়িত-
স্রস্তস্বস্তরুমূলসম্ভব-রসপ্রস্তারধারাপ্লুতং ॥ ৫৬ ॥

মধুরৈক-রসং পরং বিভো-
র্মথুরাবীথিচরং ভজে মহঃ।
নগরী-মৃগশাবলোচনা-
নয়নেন্দীবর-বর্ষ-ধর্ষিতং ॥ ৫৭ ॥

কষ্টাদষ্টাঙ্গযোগেন যং
নাপুর্মুনয়োঽপি যে।

যিনি হস্তোদ্ধৃত গোবর্দ্ধনগিরিবরের শেখরস্থিত তরুরাজিদ্বারা আহত স্বর্গীয়তরু (পারিজাত প্রভৃতি) মূলজাত রসধারায় অভিষিক্ত, যাঁহাকে রজঃ ও তমঃ গুণশূন্য অর্থাৎ সাত্ত্বিক মুনিবৃন্দও (সর্ব্বদা) সম্মুখে স্থাপন করিয়া (পূজা করিয়া থাকেন), যিনি লক্ষ্মীস্তনালিঙ্গনে অত্যন্ত অভ্যস্ত, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগতের কুশলের নিমিত্ত হউন ॥ ৫৬ ॥

যিনি মৃগশাবলোচনা মথুরানাগরীগণের নয়নরূপ নীলোৎপল-বর্ষণে শোভাযুক্ত, যিনি মথুরাবিহারী, যিনি ভগবানের মধুর-রসের মূর্ত্তি স্বরূপ, সেই পরম জ্যোতিকে ভজনা করি ॥ ৫৭ ॥

যাঁহাকে মুনিগণ অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা (অষ্টাঙ্গ প্রণাম অথবা যোগশাস্ত্রোক্ত আসনবিশেষের নাম অষ্টাঙ্গযোগ) অতি কষ্টেও

একাঙ্গযোগেনাভীরভীরব-
স্তমরীরমন্ ॥ ৫৮ ॥
নিন্দন্তং দনুসূনু-সৈরিভবিনিস্পন্দং দধানং পরি-
স্পন্দং মন্দতরং মুখেন্দুগুরুতামিন্দিন্দিরান্দোলিতং
নিন্দন্ মন্দরবালসুন্দরদৃশা কন্দর্পকান্তিং শ্রিয়ঃ
কন্দং নন্দকুলোদ্ভবং মম দৃশোর্ব্বন্দস্য বন্দে মুদে ॥ ৫৯ ॥
নবনীলমেঘরুচিরঃ পরঃ পুমান্
অবনীতলে বিধৃত-গোপবিগ্রহঃ।
নমনীয়মূর্ত্তিরমরৈরপি স্বয়ং
নবনীতভিক্ষুরধুনা সক্তিস্ত্যতাং ॥ ৬০ ॥

প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। (কি আশ্চর্য্য!) ব্রজবাসিনীগণ তাঁহাকে একাঙ্গযোগদ্বারাই রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

যিনি (যুদ্ধে) সাধারণ বিক্রমেই দানব-পুত্র মহিষের বিক্রমকেও তুচ্ছ করিতে পারেন, যাঁহার মুখচন্দ্রের সৌন্দর্য্য চন্দ্রের সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও অধিক, যিনি দৃষ্টিদ্বারা কন্দর্পকান্তিকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই নন্দকুমার (শ্রীকৃষ্ণকে) আমার নয়নানন্দ বৃদ্ধির জন্য বন্দনা করি ॥ ৫৯ ॥

যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, যাঁহার নবীনমেঘের ন্যায় কান্তি, যিনি অবনীতলে গোপদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, সুরগণও যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, সেই নবনীত-প্রার্থনাকারি (শ্রীকৃষ্ণকে) সম্যক্‌রূপে চিন্তা করুন ॥ ৬০ ॥

চরণয়োররুণং করুণার্দ্রয়োঃ
কচভরে বহুলং বিমলং দৃশোঃ।
বপুষি মঞ্জুলমঞ্জন-মেচকে
বয়সি বালমহো মধুরং মহঃ ॥ ৬১ ॥

আমূলপল্লবিত জীবমপাঙ্গবর্ষৈ-
রাসিঞ্চতী ভুবনমাদৃত-গোপবেশা।
বালাকৃতির্মধুরমুগ্ধমুখেন্দুবিম্ব-
মাধুর্য্য-সিদ্ধিরবতান্মধুবিদ্বিষো নঃ ॥ ৬২ ॥

শরণমশরণানাং দুঃখদারিদ্র্যভাজাং
নিরবধি মধুরিম্না নীলবেশেন রম্যং।
স্মরশরপরতন্ত্রস্মেরনেত্রাম্বুজাভি-
র্ব্রজযুবতিভিরব্যাদ্ব্যক্ষ্মাসংবেষ্টিতং নঃ ॥ ৬৩ ॥

যাঁহার সকরুণ-চরণদ্বয়ে অরুণিমা কেশপাশে বহু-লতা নয়নে বিমলতা, অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ শরীরে রমণীয়তা, বয়সে বালক হায়! সেই মনোহর জ্যোতিঃ (কবে) আমি অবলোকন করিব ॥৬১॥

যে আকৃতি মনোহর মুখচন্দ্রবিম্বের মধুরতার সিদ্ধিস্বরূপা, যাঁহা গৃহীত-গোপাকৃতি, যে আকৃতি করুণকটাক্ষ সেচন করিয়া প্রীতমাত্র অশেষ-জীবপূর্ণ ভুবনকে রক্ষা করিতেছে, সেই মধুসূদনের বাল্যাকৃতি আমাদিগকে রক্ষা করুক ॥ ৬২ ॥

যিনি দুঃখদারিদ্র্যগ্রস্ত-নিরাশ্রয়-প্রাণিগণের (একমাত্র) আশ্রয়, অপরিসীম মাধুর্য্যে এবং (শরীরের) নীলিমাভায় অতিশয় রমণীয়, যিনি কন্দর্পবাণাহত প্রফুল্ল-নেত্রকমলবিশিষ্ট ব্রজাঙ্গনা-কর্তৃক পরিবেষ্টিত

জয়তি গুহশিখীন্দ্রপিচ্ছমৌলিঃ
মণিগৈরিককল্পিতাঙ্গরাগঃ।
ব্রজযুবতি-বিকীর্ণপ্রসূন-
স্নপিত-বিভূষিতকুন্তলঃ কুমারঃ ॥ ৬৪ ॥
মধুর-মন্দমদস্মিত-মঞ্জুলং
বদনপঙ্কজ-সঙ্গজবল্গিতং।
বিজয়তাং ব্রজবালবধূজন-
স্তনতটী বিলুটন্নয়নং বিভোঃ ॥ ৬
আপাদমাচূড়মতিপ্রসক্তৈ
রাপীয়মানা যমিনাং মনোভিঃ।

সেই ব্রহ্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৬৩ ॥

শিখিবাহনের ময়ূরের পুচ্ছ যাঁহার শিরোভূষণ, মণি এবং গৈরিক (পর্ব্বতজাত ধাতুবিশেষ) যাঁহার দেহে শোভা পায়, যিনি ব্রজবাসিনী যুবতিগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত পুষ্পদ্বারা বিভূষিত-কুন্তল এবং কুমার সেই (শ্রীকৃষ্ণ) সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে বর্ত্তমান আছেন ॥ ৬৪ ॥

মনোহর মৃদুহাস্যে এবং মনোহর বদনসরোজ-সঙ্গে, অধিকতর মনোজ্ঞ, সেই ব্রজবিলাসিনীগণের স্তনপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নয়ন জয়যুক্ত হউক ॥ ৬৫ ॥

যে মূর্ত্তি পাদাগ্র হইতে চূড়া পর্য্যন্ত অতিশয় আসক্ত-মুনিমানসদ্বারা সম্যক্ নিপীত অর্থাৎ মুনিগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা ধ্যাত

গোপীস্তনঙ্কাতরসাবতানো
গোপাল-ভূপাল-কিশোরমূর্ত্তিঃ ॥ ৬৬ ॥
স্বগোচরে চারয় কিম্মদীয়া-
মুপেক্ষসে গামপথে ব্রজন্তীং।
যদ্গোপনাথ ক্রিয়তে কদাচি-
ন্ন চেতসাপি ত্বয়ি বৃত্তিভঙ্গঃ ॥ ৬৭ ॥
যো যোগভাজাং হৃদয়ৈক-বশ্যঃ
সুরাসুরাণামপি যো নমস্যঃ।
যো গোপকান্তা-চরণেষু দৃশ্যঃ
স পাতু মাং সীরভৃতো বয়স্যঃ ॥ ৬৮ ॥

এবং যাহা গোপীকাগণের স্তনমণ্ডলের রসজ্ঞ, সেই গোপরাজ-কুমার-মূর্ত্তি আমাদিগকে রক্ষা করুক ॥ ৬৬ ॥

হে গোপরাজ! আমার গো (বাণী) সর্ব্বদা তোমার সম্মুখে রাখিয়া চরাও, আমার গো (বাণী) কুপথে যাইতেছে, তাহা দেখিয়াও বারণ করিতেছ না কেন? হে গোপাল! তুমি আমার গো (বাণী) বলিয়া উপেক্ষা করিতে পার না, কারণ আমি মনে মনেও তোমার প্রতি কখন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই ॥ ৬৭ ॥

যিনি যোগিগণের একমাত্র অধীন, দেব ও দানবগণের পূজনীয়, গোপবিলাসিনীগণের চরণে যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বলরামের বয়স্য (কনিষ্ঠ) শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৭৮ ॥

বিদগ্ধ-গোপালবিলাসিনীনাং
সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত-সর্ব্বগাত্রং।
পবিত্রমাম্নায়-গিরামগম্যং
ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীত চৌরং॥ ৬৯॥
অন্তে সহায়মভিবাঞ্ছসি চেৎ প্রয়াণে
তং পুণ্ডরীকনয়নং ভজ সাধু চেতঃ।
যঃ প্রত্যপদ্যত পুরা শরণাগতানাং
দৌত্যং দয়ার্দ্র হৃদয়ো ভুবি পাণ্ডবানাং॥ ৭০॥
ঈষদঙ্কুরিত-দন্তকুট্মলং
ভূষণং ভুবনমণ্ডনং শ্রিয়ঃ।
পুষ্পসৌরভমনোহরং হরে-
র্বেশমেব মৃগয়ামহে মহঃ॥ ৭১॥

সুচতুরা গোপরমণীগণের সম্ভোগচিহ্নে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অঙ্কিত, যিনি (অত্যন্ত) পবিত্র এবং শ্রুতিবাক্যেরও অগম্য, সেই নবনীত-চোর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৬৯।

হে হৃদয়! মৃত্যুর সময় যদি কাহাকেও সহায়রূপে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ থাকে, তবে সেই সরোজনেত্র (শ্রীকৃষ্ণকে) সম্যক্‌রূপে ভজনা কর। যিনি করুণার্দ্র হৃদয় হইয়া শরণাপন্ন পাণ্ডবগণের দৌত্যকার্য্য পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন। ৭০॥

ঈষৎ প্রকাশিত দন্তকলিকা, ভুবনভূষণ, সৌন্দর্য্যেরও শোভাবর্দ্ধক, পুষ্পসৌরভে মনোহর, সেই শ্রীহরির বেশরূপ জ্যোতির অনুসন্ধান করি॥ ৭১।

বিমললোলললাটতটোল্লসৎ-
কুটিলনীলচলালকজালকং ।
নববলাহকমেচকবিগ্রহং
নমত গোকুলপালক-বালকং ॥ ১২ ॥
শৈশবোল্লসিত-কোমলাকৃতিং
কিল্বিষান্তকরমিন্দিরাপতিং ।
পশ্য মে হৃদয়সঙ্গতং শ্রিয়া
নন্দগোপতনয়ং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৩ ॥
ভ্রমদ্ভ্রমরকুন্তলা-রচিত-লোললীলালকং
কলীকলিত-কিঙ্কিণীললিত-মেখলাবন্ধনং ।
কপোলফলকস্ফুরৎ কণককুণ্ডলং তন্মহো
মম স্ফুরতু মানসে মদনকেলিশয্যোত্থিতং ॥ ১৪

যাঁহার নির্ম্মল এবং চঞ্চল ললাটতটে নীলকুটিল চঞ্চল অলকাবলী শোভা পায়, যাঁহার শরীর নবীন-মেঘের ন্যায় আভাযুক্ত, সেই ব্রজরাজ কুমার (শ্রীকৃষ্ণকে) নমস্কার করুন ॥ ১২ ।

যাঁহার কোমলাকৃতি, শৈশবপ্রযুক্ত উল্লসিত, যিনি পাপ-বিনাশন, রমারমণ, নিরতিশয় শোভাযুক্ত, হে হৃদয়! সেই নন্দগোপতনয়কে পুনঃ পুনঃ অবলোকন কর। ১৩ ॥

যাঁহার ভ্রাম্যমান ভ্রমরের ন্যায় কেশরাজীদ্বারা বিরচিত চঞ্চল লীলা অলক, শব্দায়মান কিঙ্কিণীদ্বারা যাঁহার মেখলাবন্ধন অতি রমণীয়, যাঁহার গণ্ডদেশে স্বর্ণকুণ্ডল শোভমান, সেই মদনক্রীড়া শয্যোত্থিত জ্যোতিঃ হৃদয়ে প্রকাশিত হউক। ১৪ ॥

নিশম্য বেণুধ্বনিমাত্রমুচ্চৈ-
মাধুর্য্যমাশ্চর্য্যমিদন্নিশীথে !
আলানমাচ্ছিদ্য ভয়ং নিরস্য
গাবশ্চ গোপাঃ স্বয়মুদযযুস্তং ॥ ৭৫ ॥

বন্দে মুকুন্দমরবিন্দদলায়তাক্ষং
শঙ্খেন্দুকুন্দদশনং শিখিপিচ্ছবেশং ।
ইন্দ্রাদিদেবগণবন্দিত-পাদপদ্মং
বৃন্দাবনালয়মমুং বসুদেব-বালং ॥ ৭৬ ॥

অঙ্গনালিসকল-স্বরোল্লস-
দ্বংশকুট্‌মলিত-কোমলাধরং ।

নিশীথ সময়ে যাঁহার বেণুধ্বনি শ্রবণমাত্রেই ধেনুসমূহ বন্ধনদণ্ড ভগ্ন করিয়া ও গোপিকাগণ ভয় ত্যাগ করিয়া (কুঞ্জমধ্যে) শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য ভগবৎপ্রাণতা, বেণুধ্বনিরই বা কি মোহিনী শক্তি ॥ ৭৫ ॥

পঙ্কজপত্রের ন্যায় দীর্ঘনয়ন মুকুন্দকে বন্দনা করি, শঙ্খের ন্যায়, চন্দ্রতুল্য অথবা কুন্দপুষ্পের সদৃশ শুভ্র দন্তবিশিষ্ট (নারায়ণকে) বন্দনা করি, ময়ূরপুচ্ছভূষিত এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ-কর্তৃক বন্দিত-চরণসরোজ, সেই বিষ্ণুকে বন্দনা করি, বৃন্দাবননিবাসী সেই বসুদেব-তনয়কে বন্দনা করি ॥ ৭৬ ॥

অঙ্গসৌন্দর্য্যশালি সকলস্বরদ্বারা উল্লসিত, বেণুবাদন করিবার জন্য মুকুলিত কোমল অধরবিশিষ্ট, সুন্দর কিঙ্কিণীদ্বারা

পেশলস্খলিত কিঙ্কিণীগণং
শৈশবাভরণমাশ্রয়ে মহঃ ॥ ৭৭ ॥
রাগাঙ্কুরশ্চেতসি গোপিকানাং
পুণ্যদ্রুমশ্চেতসি ভক্তিভাজাং।
আনন্দপুষ্পং হৃদি মুক্তিভাজাং
বিশ্বস্য বীজং ফলিতং শ্রিয়েঽস্তু ॥ ৭৮ ॥
অযন্ত্রিতং জয়তি যদ্ব্রজাঙ্গনা
নিযন্ত্রিতং বিপুললোচনাদিনা।
নিরন্তরং মম হৃদয়ে বিজৃম্ভতাং
সমন্ততঃ সরসতরং পরং মহঃ ॥ ৭৯ ॥
ব্রজসমদনযোষিল্লোচনাংসেকশেষী-
কৃতমপি চপলাভ্যাং লোচনাভ্যামুভাভ্যাং।

পরিবেষ্টিত, শৈশবের ভূষণরূপ জ্যোতিঃ আশ্রয় করিয়াছি ॥ ৭৭ ॥

যিনি গোপিকাগণের মানসে অনুরাগাঙ্কুর, ভক্তগণের মানসে পুণ্যদ্রুম-স্বরূপ, মুক্তপুরুষগণের হৃদয়ে আনন্দ-পুষ্প-স্বরূপ যিনি ত্রিলোকের কারণ স্বরূপ, সেই (শ্রীকৃষ্ণ) আপনাদের সম্পদের নিমিত্ত হউন ॥ ৭৮ ॥

যিনি সম্পূর্ণ বন্ধনশূন্য হইয়াও ব্রজাঙ্গনাগণের কটাক্ষবিক্ষেপে আবদ্ধ, সেই পরম রসিক জ্যোতিঃ আমার হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত ও উৎকৃষ্টভাবে বিদ্যমান হউক ॥ ৭৯ ॥

স্মরোৎকণ্ঠিত ব্রজাঙ্গনাগণের নয়নদ্বারা পীতাবশিষ্ট কুবলয় নীলকান্তিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে আমার চঞ্চল চক্ষুর্দ্বয়দ্বারা একবারমাত্রও

সকৃদপি পরিপাতুং ত্বদ্বয়ং পারয়ামঃ
কুবলয়দলনীলং কান্তিপূরং কদা নু ॥ ৮০ ॥
লীলয়া ললনয়াবলম্বিতং
মূলভূমিমিব সর্বসম্পদাং ।
নীলনীরদবিকাশি বিভ্রমং
বালমেব বয়মাশ্রয়ামহে ॥ ৮১ ॥
বন্দে মুরারেশ্চরণারবিন্দ-
দ্বয়ং দয়াদর্শিত-শৈশবস্থ ।
বন্দারুবৃন্দারক-পালমৌলি-
মন্দারমালা-মকরন্দ-গৌরং ॥ ৮২ ॥
আতাম্রায়ত-লোচনাশ্রুলহরী-নানা-মধুর্যাপিতৈ-
র্গীতাম্রেড়িত-দিব্যকেলিরচিতৈঃ স্ফীতং ব্রজস্ত্রীজনৈঃ

পান করিতে কবে সমর্থ হইব অর্থাৎ কবে একটিবারমাত্রও দর্শন করিতে পারিব । ৮০ ।

ক্রীড়াপরবশা ব্রজাঙ্গনা-কর্তৃক অবলম্বিত, সমস্ত সম্পদের ভূমি-স্বরূপ, নীল-মেঘের ন্যায় শোভমান সেই বালককেই আমরা আশ্রয় করিয়াছি ॥ ৮১ ।

যিনি করুণাপরবশ হইয়া বালকরূপে সকলের দৃষ্ট হইয়াছিলেন, যাঁহার চরণসরোজ যুগল, স্তুতিপাঠকারি-দেবরাজ ইন্দ্রের শিরস্থিত মন্দারমালিকার মকরন্দদ্বারা রক্তিম, সেই মুরারির চরণযুগল বন্দনা করি ॥ ৮২ ॥

লোহিতবর্ণ ও আয়তনয়নের অশ্রুলহরীর বিবিধ মাধুর্যযুক্ত, ব্রজাঙ্গনাগণ-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ সঙ্গীত ও দিব্য ক্রীড়াবিহার দ্বারা বর্দ্ধিত এবং ঘর্মাম্বুকণিকাভূষিত, অনির্বচনীয় বদনপদ্মদ্বারা

স্বোদান্তঃ-কর্ণভূষণেন কিমপি স্মেরেণ বক্ত্রেন্দুনা
পাদাম্ভোজমহং প্রচারসুভগং পশ্যাম্য দৃশ্যং মহঃ। ৮৩॥
অনন্য-সাধারণ-কান্তিকান্তং
আক্রান্ত-গোপীবদনারবিন্দং।
পুংসঃ পুরাণস্য নবং বিলাসং
পূর্ণেন পুণ্যেন বিলোকয়িষ্যে॥ ৮৪॥
আরূঢ়-বেণুমধুরাধরপল্লবেন
মাধুর্য্যশালিবদনাম্বুজমুদ্বহন্তী।
আলোকিতা কিমধুনা ভবদেবতা চ
কৈশোরকে বয়সি কাঞ্চনকান্ত-যষ্টিঃ॥ ৮৫॥
নিসর্গসরসাধরং নিজদয়ার্দ্ররম্যেক্ষণং
মনোজ্ঞবদনাম্বুজং মধুরভাব-শান্তস্মিতং।

(অবলোকিত) সর্ব্বোত্তম দর্শনীয় (গোষ্ঠবিহার দ্বারা) গমনসৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট অথচ অদৃশ্য পাদপদ্ম জ্যোতিঃ অবলোকন করিতেছি॥ ৮৩॥

যিনি অসামান্য কান্তিতে রমণীয়, গোপিকাগণের বদনসরোজ-চুম্বনকারী, সেই পুরাণ-পুরুষের নূতনবিলাস, পূর্ণপুণ্যোদয়ে কবে অবলোকন করিব। ৮৪॥

যিনি সুমধুর অধরপল্লবে বেণুবিন্যাস করিয়াছেন, মা[illegible] বদনসরোজ ধারণ করিয়াছেন, যিনি সুবর্ণ-যষ্টির ন্যায় রমণীয়, সেই কৈশোর-বয়সে বর্ত্তমান ভুবনদেবতা কি সম্প্রতি অবলোকিতা হইলেন॥ ৮৫॥

যাহার অধর স্বভাবতঃই সরস এবং কারুণ্যপূর্ণ মনোহর দৃষ্টি, রমণীয় বদনপঙ্কজ, যিনি মধুরভাবে শান্ত এবং ভগবদ্রসজ্ঞগণের

রসজ্ঞহৃদয়াস্পদং রমিত-বল্লবীলোচনং
পুনঃ পুনরুপাস্মহে ভুবনলোভনীয়ং মহঃ ॥ ৮৬ ॥
জননান্তরেঽপি জগদেকমণ্ডনে
রমণীয়ধাম্নি কমলারুণেক্ষণে।
ব্রজসুন্দরী-জনবিলোচনামৃতে
চপলানি সন্তু সকলেন্দ্রিয়ানি মে ॥ ৮৭ ॥
মুনিশ্রেণী-বন্দ্যং মদভরচলদ্বল্লববধূ-
স্তনশ্রেণী বিশ্বক্‌স্থগিতনয়নাম্ভোজসুভগং।
পুনঃ শ্লাঘাভূমিং পুলকিততনুং নৈগমগিরাং
ঘনশ্যামং বন্দে কমপি কমনীয়াকৃতিমিহ ॥ ৮৮ ॥

হৃদয়বিহারী, গোপিকাগণের নয়নতর্পণকারী সেই ভুবনবাঞ্ছনীয় জ্যোতিকে আমরা বারম্বার উপাসনা করি ॥ ৮৬ ॥

যিনি রমণীয়কান্তিযুক্ত পদ্মের ন্যায় রক্তিম লোচনবিশিষ্ট, জগতের একমাত্র ভূষণ-স্বরূপ এবং ব্রজাঙ্গনাগণের নয়নামৃত সেই ভগবানের জন্য জন্মান্তরেও যেন আমার ইন্দ্রিয় সকল চঞ্চল হয় অর্থাৎ জন্মান্তরেও যেন আমার চক্ষু কর্ণাদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনাদি করিবার জন্য ব্যাকুল হয় ॥ ৮৭ ॥

যিনি মুনিগণেরও পূজ্য, মদভরে চঞ্চল গোপবিলাসিনীগণের স্তনরাজিতে যাঁহার চারু-নয়নসরোজ অর্পিত, যিনি বেদবাক্যের সার-স্বরূপ, পুলকিত দেহ, মেঘোপম শ্যামল, সেই অনির্ব্বচনীয় মনোহরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ৮৮ ॥

স কোঽপি গোপঃ সরসীরুহাক্ষঃ
সা চ ব্রজস্ত্রী-জনপাদধূলিঃ।
মহস্তদেতদ্বিমলং মদীয়ে
মুমুক্ষমানেঽপি মনস্যুদেতু ॥ ৮৯ ॥
অলসবিলসন্মুগ্ধস্মিতং ব্রজসুন্দরীগণ-
প্রবলমদনাস্নিগ্ধং রম্যং বলদ্বদনাম্বুজং।
তরুনমরুণজ্যোৎস্নাপূর-প্রতিস্নপিতাধরং
জয়তি বিজয়শ্রীরেষাপ্রেয়সঃ সমদস্মহঃ ॥ ৯০ ॥
স্মিতস্রুতরসাধরামদশিখণ্ডিবর্হাঙ্কিতা
বিশালনয়নাম্বুজা ব্রজবিলাসিনী বাসিতা।
প্রবুদ্ধমুখপঙ্কজা শিশির-বেণুনাদামৃতা
নয়েত মম চেতসঃ স্থিরমুপাসিতস্যাকৃতিঃ ॥ ৯১ ॥

সেই অনির্ব্বচনীয় সরোজাক্ষ গোপালক, সেই ব্রজাঙ্গনাগণের চরণরেণু আর এই বিমল জ্যোতিঃ আমার মুক্তিপ্রার্থি মনে উদিত হউক ॥ ৮৯ ॥

অলস এবং বিলাস জন্য সুন্দর মৃদুহাস্যযুক্ত মদন (উদ্রেকে) স্নিগ্ধ, রমনীয়, তরুণ রক্তিম জ্যোৎস্নায় স্নপিত অধরযুক্ত, ব্রজাঙ্গনাগণের চঞ্চল বদনসরোজ, যাহা প্রিয়তমের বিজয়শ্রী, সেই মদযুক্ত মুখজ্যোতিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে বর্ত্তমান আছে ॥ ৯০ ॥

মৃদু হাস্যে যাঁহার অধর হইতে রস ক্ষরিত হইতেছে, ময়ূরপুচ্ছ চূড়ায় শোভা পাইতেছে, যিনি বিশালনয়নপঙ্কজযুক্ত এবং ব্রজাঙ্গনাগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, প্রফুল্ল মুখপঙ্কজযুক্ত, সুমধুর-বেণু-স্বররূপ

আমহর্ষি-সদাচারাদা চ গোপাঙ্গনাগণাৎ।
ধাম সন্ততমম্লানসৌরভং তব দুর্লভং ॥ ৯২ ॥
শ্রীমদ্বর্হি-শিখণ্ড-মণ্ডনযুষে শ্যামাভিরামত্বিষে
লাবণ্যৈকরসাবসিক্তবপুষে লক্ষ্মীরসপ্রাবৃষে।
লীলাকৃষ্টরসজ্ঞরক্তমনসে লীলামৃতস্রোতসে
কেবা ন স্পৃহয়ন্তি সর্ব্বরহসে গোপীস্তনপ্রেয়সে ॥ ৯৩ ॥
সাষ্টাঙ্গপাতমভিবন্দ্য-সমস্তবারৈঃ
সর্ব্বান্ সুরেন্দ্রানিদমেব যাচে।
মন্দস্মিতার্দ্রমধুরাননচন্দ্রবিম্বে
নন্দস্য পুণ্যনিচয়ে মম ভক্তিরস্তু ॥ ৯৪ ॥

অমৃতযুক্ত, সেই উপাস্য মূর্ত্তি, আমার হৃদয়ের স্থিরতা আনয়ন করুন ॥ ৯১ ॥

মহর্ষিগণের সদাচার হইতে গোপাঙ্গনাগণ পর্য্যন্ত আপনার অম্লান সদগন্ধযুক্ত জ্যোতিঃ দুর্লভ ॥ ৯২ ॥

সুশ্রী ময়ূরের পুচ্ছসমূহযুক্ত, শ্যামলিম মনোহর কান্তিযুক্ত, একমাত্র লাবণ্যরসে অবসিক্ত, দেহসৌন্দর্য-ধারার বর্ষা-স্বরূপ, ক্রীড়াপরায়ণ, রসবিৎ, অনুরক্তহৃদয়, ক্রীড়ারূপ অমৃতের স্রোতোবহ, গোপী-স্তনাভিলাষুক অথচ সকলের গোপনীয়, সেই (গোপকুমারের জন্য) কে না স্পৃহাযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

সাষ্টাঙ্গপাত প্রণতিপূর্ব্বক সকল দেবগণের নিকটে এই প্রার্থনা করি, সেই মৃদু হাস্যযুক্ত মধুর-বদনচন্দ্রবিশিষ্ট নন্দের পুণ্যরাশি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার ভক্তি (দৃঢ়া) হউক ॥ ৯৪ ॥

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো
মাধবং মাধবঞ্চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলোমধ্যগঃ
সঞ্জগৌ বেণুনা দৈবকীনন্দনঃ ॥ ৯৫ ॥
অগ্রে দীর্ঘতরোঽয়মর্জ্জুনতরুস্তস্যাগ্রতোবর্ত্তিনী
সা ঘোষং সমুপৈতি শারদনভো-নীলা কালিন্দাত্মজা।
তস্যাস্তীর-তমালকাননতলে বৃন্দং গবাং চারয়ন্
গোপস্তিষ্ঠতি দর্শয়িষ্যতি স তে পন্থানমব্যাহতং ॥ ৯৬ ॥
জরদাভীরবিনীতং
গৃহিতমপনীত-নবনীতং।
বন্দে নীপবিহারকলগীতং
পীতসংবীতম্ ॥ ৯৭ ॥

দুইটি ব্রজাঙ্গনার মধ্যে একটি মাধব, দুইটি মাধবের মধ্যে একটি ব্রজাঙ্গনা, এইরূপে মণ্ডল গঠন করিয়া দৈবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া বেণুদ্বারা গান করিয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

সম্মুখভাগে ঐ অর্জ্জুনবৃক্ষ, তৎপরবর্ত্তিনী শারদাকাশের ন্যায় নীলবর্ণা, ঐ যমুনা, আভীরপল্লীর দিকে প্রবাহিতা হইতেছেন, সেই যমুনার তীরে তমালকাননে ধেনুসমূহ চারণ করিয়া গোপ (শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, তিনিই তোমার অব্যাহত-পথ দেখাইয়া দিবেন ॥ ৯৬ ॥

যিনি বৃদ্ধ-গোপগণ-কর্তৃক অতিবিনীত, অপনীত-নবনীত-গোপনকারী, কদম্ববিহারী, মধুর সঙ্গীতকারী ও পীতবস্ত্রধারী (শ্রীকৃষ্ণকে) বন্দনা করি ॥ ৯৭ ॥

বদনে সরোজ-সুকুমারং
বচনে তস্করচাতুরীধুরীণং।
নয়নে কুহকাশ্রয়মাশ্রয়েথা—
চরণে কোমলতাণ্ডবং কুমারং ॥ ৯৮ ॥

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতং।
হৃদয়াদ্যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামিতে ॥ ৯৯ ॥

কস্তুরী-তিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে গজমৌক্তিকং শকলকং কণ্ঠে চ মুক্তাবলিঃ।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কনং
গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ ॥ ১০০ ॥

যিনি বদনে সরোজসুন্দর, বচনে তস্কর-চাতুরী-ধুরন্ধর, নয়নে কুহকী, চরণে কোমল নর্ত্তক, সেই কুমার শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছি ॥ ৯৮ ॥

হে কৃষ্ণ! আমার হস্ত উৎক্ষেপণ করিয়া যাইতেছ, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? আমার হৃদয় হইতে যদি যাইতে পার, তবে তোমার পুরুষত্ব মনে করি ॥ ৯৯ ॥

যাঁহার ললাটে কস্তুরী-তিলক, বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি, নাসাগ্রে গজমুক্তাখণ্ড, কণ্ঠে মুক্তাবলী, সমস্ত শরীরে হরিচন্দন, হস্তে বেণু, মণিবন্ধে কঙ্কন এবং গোপস্ত্রী-পরিবেষ্টিত, সেই গোপ-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে বর্ত্তমান আছেন ॥ ১০০ ॥

বেণীমূলে বিরচিত-ঘনশ্যামপিচ্ছাবচূড়ো
বিদ্যুন্মালা-বলয়িত ইব স্নিগ্ধপীতাম্বরেণ।
মামালিঙ্গন্ মরকতমণিস্তম্ভগম্ভীরবাহুঃ
স্বপ্নে দৃষ্টস্তরুণতুলসীভূষণো নীলমেঘঃ ॥ ১০১ ॥

★ ॥ ইতি বিল্বমঙ্গল-নাম কোষকাব্যং সম্পূর্ণ ॥ ★ ॥

॥ ★ ॥ শুভমস্তু ৷ শ্রীরস্তু ॥ ★ ॥

মরকতমণি-স্তম্ভের ন্যায় দীর্ঘ বাহু, স্নিগ্ধ পীতবস্ত্র পরিধান জন্য বিদ্যুন্মালা-বেষ্টিত মেঘের ন্যায়, শোভমান, (যাঁহার) চূড়ায় ঘন শ্যামবর্ণ ময়ূরপুচ্ছ বিরাজিত, তরুণতুলসী ভূষণ নীলমেঘাভ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন, এইরূপ স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি ॥ ১০১ ॥

॥ * ॥ ইতি ৺যোগেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্ম-বিরচিত বিল্বমঙ্গল নাম কোষকাব্যের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ ॥ * ॥

—)•(—

শাণ্ডিল্যান্বয়-দুগ্ধসিন্ধুশশিতঃ শ্রীরূপচন্দ্রাদভূৎ
সৌম্যঃ শীতলদীধিতেরিব জগচ্চন্দ্রঃ সতাং সম্মতঃ ।
তস্যৈবাধমপুত্রকোঽহমভবং ক্ষীরাব্ধিতঃ ক্ষ্বেড়বৎ
সোঽয়ং ব্যাতনুতে শ্রীবিশ্বস্বরূপতের্ভাবার্থসঙ্কেতিনীম্ ।

★ ওঁ তৎসৎ । শিবমস্তু ★

—)•(—

যঃ শ্রীমানপরাহ্নকে সহগণৈস্তৈস্তাদৃশৈঃ শ্রেয়সা—

স্বাদক্ষু স্বয়মপ্যসং ত্রিজগতাং শর্মাণি বিস্তারয়ন

আরামাগত এতি পৌরজনতাচক্ষুশ্চকোরোড়ুপো—

মাত্রা দূরমুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যেমহং ॥৭

যস্মিংস্ত্রোতসি সায়মাপুনিবরৈঃ স্নাত্বা প্রদীপালিভিঃ

পুষ্পাদৈশ্চ সমর্চ্চিতঃ কলিত-সৎপট্টাম্বরঃ স্রগ্ধরঃ

বিষ্ণোস্তৎ-সময়ার্চ্চনঞ্চ কৃতবান্ দীপালিভিস্তৈঃ সমং

ভুক্ত্বান্নানি সুবীটিকামপি তথা তং গৌরমধ্যেমাহং ॥৮

যঃ শ্রীবাসগৃহে প্রদোষসময়ে হ্যদ্বৈতচন্দ্রাদিভিঃ

সর্বৈর্ভক্তগণৈঃ সমং হরিকথাপীযূষমাস্বাদয়ন।

প্রেমানন্দসমাকুলশ্চ চলধীঃ সঙ্কীর্ত্তনে লম্পটঃ

কর্ত্তুং কীর্ত্তনমূর্দ্ধ্ব মুত্থমপরস্তং গৌরমধ্যেমাহং ॥৯

শ্রীবাসাদিভিরাবৃতো নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাং নট—

ন্নুচ্চৈস্তালমৃদঙ্গবাদনপরৈর্গায়দ্ভিরুল্লাসয়ন।

শ্রীমান শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতং

স্বাগারে শয়নালয়ে স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেমাহং ॥১০

শ্রীগৌরাঙ্গবিধোঃ স্বধামনি নবদ্বীপেঽষ্টকালোদ্ভবাং

ভাব্যাং ভব্যজনেন গোকুলবিধোর্লীলাস্মৃতেরাদিতঃ।

লীলাং দ্যোতয়দেতদত্র দশকং প্রীত্যান্বিতো যঃ পঠেৎ

তং প্রীণাতি সদৈব যঃ করুণয়া তং গৌরমধ্যেমহং ॥১১

॥ ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠকুরের বিরচিত

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অষ্টকালীয়লীলা

স্মরণমঙ্গল স্তোত্র সমাপ্ত ॥

জয় নিতাই- জয় গৌর